সৌদি-পাকিস্তান নিরাপত্তা চুক্তিতে তুরস্কের যোগদানের আগ্রহ : ভূরাজনৈতিক সমীকরণ

পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে 17 সেপ্টেম্বর 2025 স্বাক্ষরিত Strategic Mutual Defence Agreement (SMDA) - একটি কৌশলগত নিরাপত্তা চুক্তি - তে তুরস্কের যোগদানের সম্ভাবনার বিষয়টি বর্তমানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুল আলোচিত বিষয়। এই সম্ভাব্য জোটটির বৈশিষ্ট্য হলো - এটি কেবল একটি সাধারণ সহযোগিতা চুক্তি নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক মিত্রতা, যা অনেকটা পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর আদলে গঠিত হচ্ছে। এই জোটের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের তিনটি প্রধান সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি একত্রিত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। এই চুক্তিটি তুরস্কের সামরিক প্রযুক্তি, সৌদি আরবের অর্থ, এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক সক্ষমতাকে একই সমতলে নিয়ে আসবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

Banking and BCS journey with ASF

ASHRAFUL ISLAM
BCS Administration (45th BCS)
Assistant Director, Bangladesh Bank
© Banking and BCS Journey with ASF

চুক্তির ধরন :

পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যকার স্বাক্ষরিত SMDA একটি যৌথ সামরিক চুক্তি। এর মূল শর্ত হলো - কোন একটি সদস্য দেশের উপর আক্রমণ হলে তা অন্য সব সদস্যের উপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হবে, যা অনেকটা ন্যাটোর আর্টিকেল-৫ এর মতো।

Banking and BCS Journey with ASF
Striving towards excellence
ASF

CamScanner

যৌথ সক্ষমতা :

বিশ্লেষকদের মতে, এই সম্ভাব্য জোটটি তিনটি প্রধান শক্তিকে একত্রিত করবে।

⇒ **পাকিস্তান :** পরমাণু সক্ষমতা ও ব্যালিস্টিক মিসাইল

⇒ **সৌদি আরব :** বিশাল অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা ব্যয় সক্ষমতা—

⇒ **তুরস্ক :** উন্নত প্রতিরক্ষা শিল্প ও ড্রোন প্রযুক্তি

তুরস্কের যোগদানের কারণ :

তুরস্কের স্বার্থ এখন মধ্যপ্রাচ্য দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকায় সৌদি আরব ও পাকিস্তানের সাথে অনেকটাই মিলে যাচ্ছে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর একক নির্ভরশীলতা কমানোর কৌশল হিসেবেও তুরস্ক এই আঞ্চলিক জোটে গুরুত্ব দিচ্ছে। পাশাপাশি ন্যাটোর সমান্তরালে আরেকটি প্রতিরক্ষা বলয়— হিসেবে তুরস্ক এই জোটে যোগদান করতে ইচ্ছুক।

Banking and BCS Journey with ASF

ASHRAFUL ISLAM
BCS Administration (45th BCS)
Assistant Director, Bangladesh Bank
© Banking and BCS Journey with ASF

ভূরাজনৈতিক প্রভাব :

(i) নতুন আঞ্চলিক নিরাপত্তা বলয় ও মুসলিম ন্যাটো :

মুসলিম বিশ্বের তিন শক্তিধর দেশ একত্রিত হলে এটি মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকায় ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে দিতে পারে। এটিকে অনেকে মুসলিম ন্যাটো বলে উল্লেখ করছেন।

Banking and BCS journey with ASF
Striving towards exc...
ASF

CamScanner

(ii) মার্কিন আধিপত্যের বিকল্প :

ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের পর মার্কিন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে মিত্র দেশগুলোর মধ্যে সন্দেহ তৈরী হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, তুরস্ক এই সুযোগকে মার্কিন বা পশ্চিমা শক্তি তথা NATO'র উপর একক নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা কাঠামো তৈরীর সুযোগ হিসেবে দেখছে।

ASHRAFUL ISLAM
BCS Administration (45th BCS)
Assistant Director, Bangladesh Bank
Banking and BCS Journey with ASF

(iii) ইরানের উপর প্রভাব :

যদিও তুরস্ক ও সৌদি আরব বর্তমানে ইরানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, তবে এই জোটটি পরোক্ষভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিপরীতে একটি শক্তিশালী সুন্নী প্রতিরক্ষা প্রাচীর হিসেবে কাজ করতে পারে। একইভাবে ইসরাইলের আগ্রাসনের বিপরীতে এটি একটি প্রতিরক্ষা বলয় হিসেবে কাজ করবে।

Banking and BCS journey with ASF

(iv) ভারতের উদ্বেগ :

ভারতের জন্য এই জোটটি একটি বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ তৈরী করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি দিল্লির জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে।

(v) প্রতিরক্ষা শিল্পের বাণিজ্যিকীকরণ :

এই জোট কেবল সামরিক সাহায্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এটি সামরিক শিল্পে বিশাল বিনিয়োগ ও একটি বড় প্রতিরক্ষা বাজার তৈরী করবে।

(vi) অন্যান্য দেশের অন্তর্ভুক্তি :

সুদান, কাতার ও বাংলাদেশের মত দেশ গুলো ভবিষ্যতে এই প্রতিরক্ষা কাঠামোর অংশ হতে পারে বলে মত দিয়েছেন বিশ্লেষকরা।

CamScanner

ASHRAFUL ISLAM
BCS Administration (45th BCS)
Assistant Director, Bangladesh Bank
© Banking and BCS Journey with ASF

তুরস্ক কি ন্যাটো থেকে সরে যাচ্ছে?

তুরস্ক ন্যাটো থেকে সরে যাচ্ছে না, বরং তাদের নিরাপত্তার জন্য একটি "সমান্তরাল সুরক্ষা বলয়" বা কৌশলগত বিকল্প তৈরী করছে। বিশ্লেষকরা তুরস্কের এই নীতিকে "ডিভোর্স বা বিচ্ছেদ" হিসেবে নয়, বরং "হেজিং" হিসেবে দেখছেন। অর্থ্যাৎ একটি জোটে থেকেও অন্য বিকল্পগুলো খোলা রাখা।

উপসংহারে বলা যায়, তুরস্কের এই জোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কেবল একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা বলয় তৈরী করা নয়, বরং এটি বিশ্ব ব্যবস্থায় মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব সক্ষমতা ও কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন প্রকাশের বহিঃপ্রকাশ। তবে এই জোট কতটুকু টেকসই হবে তা নির্ভর করবে এই তিন দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা, কূটনৈতিক ভারসাম্য এবং ভবিষ্যতে বৈশ্বিক পরাশক্তি গুলোর প্রতিক্রিয়ার উপর।

Banking and BCS journey with ASF

Banking and BCS Journey with ASF
ASF
Striving towards excellence